Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া

রোলঃ 216020517

২৫ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া

রোলঃ 216020517

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া, আইডিঃ 216020517 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ মে, ২০২৪ ইং

সুমাইয়া

আইডিঃ 216020517

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত ও আমল....................5

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের পরিচিতি....................5

হাদিসের আলোকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান....................5

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত....................6

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের নামাজ....................7

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের রোজা....................7

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানে একাকী ইবাদতসমূহ....................7

এই রাত উপলক্ষে কবর জিয়ারত....................8

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান কেন্দ্রিক বর্জনীয় কাজসমূহ....................8

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত ও আমল

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের পরিচিতি

শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত (১৪ তারিখ দিবাগত রাত) হলো হাদিসের পরিভাষায় ‘লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান’ বলা হয়। একে শবে বরাত বলা হয়। ফারসি ভাষায় শবে বরাত বলে। শব অর্থ রাত এবং বরাত অর্থ মুক্তি। শবে বরাত অর্থ মুক্তির রাত।

এই রাতে মহান আল্লাহ মুক্তি ও মাগফিরাতের দুয়ার খুলে দেন। সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। এটি নিঃসন্দেহে বরকতময় রাত।

হাদিসের আলোকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান

হযরত মুআজ ইবনে জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা অর্ধ শাবানের রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন এবং মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।’ (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৫৬৬৫; আল-মুজামুল আওসাত, হাদিস: ৬৭৭৬; শুআবুল ইমান, হাদিস: ৩৮৩৩; মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস: ১৩০৬) হাদিসটি হাদিসবিশারদ নির্ভরযোগ্য সব আলেমের গবেষণা মতেই ‘সহিহ’ তথা সর্বোচ্চ মাত্রায় সঠিকভাবে প্রমাণিত।

এ ছাড়া লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের বিষয়ে প্রায় এক ডজনের বেশি হাদিস নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে সংকলন করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি ‘সহিহ’, কয়েকটি ‘হাসান’ (গ্রহণযোগ্য উত্তম হাদিস) এবং কয়েকটি দুর্বল হলেও হাদিসের নীতিমালা অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য।

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ব্যাপারে যেসব সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদিস বর্ণিত আছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন—মুআজ ইবনে জাবাল, আবু বকর সিদ্দিক, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, আয়েশা, আবু মুসা আশআরি, আবু সালাবা, আবু হুরায়রা, আউফ ইব্ন

মালেক, কাসির ইবনে মুররাহ, উসমান ইবনে আবিল আস ও আলি ইবনে আবি তালিব (রা.)।

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফজিলত

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা শবে বরাত হলো রহমত ও মুক্তির এক মহিমান্বিত রাত। এই রাতে মহান আল্লাহ রহমতের দুয়ার খুলে দেন। পাপীদের উদারচিত্তে ক্ষমা করেন। আল্লাহর সঙ্গে অংশীদারি স্থাপনকারী ও অন্তরে বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন। আলি ইবনে আবি তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যখন অর্ধ শাবানের রাত তোমাদের সামনে আসে, তখন তোমরা নামাজ আদায় করো এবং পরের দিনে রোজা রাখো। আল্লাহ তাআলা এ রাতে সূর্যাস্তের পর প্রথম আসমানে অবতরণ করেন। এরপর তিনি এই বলে ডাকতে থাকেন—তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো ক্ষমাপ্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো রিজিক অন্বেষণকারী? আমি তাকে রিজিক দান করব। তোমাদের মধ্যে আছে কি কোনো বিপদগ্রস্ত? আমি তার বিপদ দূর করে দেব। ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ: ১৩৮৮)

এই রজনীর আরেকটি তাৎপর্য হলো, এই রজনীতে সৃষ্টিজগতের ভাগ্য বণ্টন করা হয়। মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত, যা পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর আগেই নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এ রাতে এক বছরেরটি প্রকাশ করা হয়। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'তুমি কি জানো, অর্ধ শাবানের রাতের কার্যক্রম কী?' আয়েশা (রা.) বললেন, 'না, হে আল্লাহর রাসুল।' নবী (সা.) বললেন, 'এ বছর যতজন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে এবং মারা যাবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। এ রাতেই মানুষের আমল পৌঁছানো হয় এবং এ রাতেই তাদের রিজিক অবতীর্ণ হয়।' (মিশকাত: ১৩০৫)

অন্য হাদিসে এসেছে, আতা ইবনে ইয়াসার (রহ.) থেকে বর্ণিত, শাবানের ১৫তম রাতে মৃতদের তালিকা (মৃত্যুর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতার কাছে) দেওয়া হয়। এমনকি কোনো লোক সফরে বের হয়, অথচ তাকে জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের

তালিকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। কেউ বিয়ে করে অথচ তাকে জীবিতদের তালিকা থেকে মৃতদের তালিকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। (মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক: ৭৯২৫)

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের নামাজ

এই রাতের বিশেষ নামাজ বা নামাজের বিভিন্ন রাকাতসংখ্যা, বিশেষ সুরা তেলাওয়াত এবং বিশেষ রোজা রাখা সম্পর্কিত কোনো সহিহ হাদিস নেই। আল্লামা জাহিদ কাউসারি এবং আল্লামা ইউসুফ বানুরি (রহ.) বলেছেন, "এ রাতের বিশেষ কোনো নামাজ সম্পর্কে একটি বর্ণনাও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। তাই যেগুলো আছে, সেগুলো জাল এবং বানোয়াট।"

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের রোজা

এই রাত উপলক্ষে বিশেষ কোনো রোজা নেই। এই উপলক্ষে রোজা রাখা সম্পর্কিত হাদিস সহিহ নয়; দুর্বল। তবে এমনিতে কেউ চাইলে পরের দিন অর্থাৎ চান্দ্র মাসের ১৫ তারিখ 'আইয়্যামে বিজ'-এর রোজা রাখতে পারি। ('আইয়্যামে বিজ' অর্থ 'উজ্জ্বল রাতের দিনগুলো'। চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখকে 'আইয়্যামে বিজ' বলা হয়। হজরত আবু জর ও কাতাদা ইবনে মিলহান (রা.)-কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে বিজ তথা শুক্লপক্ষের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে প্রতি মাসে এই তিন দিন রোজা রাখতে বলেছিলেন।") [জামে তিরমিজি- ৭৬১; সুনানে নাসায়ি- ৪/২২৩-২২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ- ১৭০৭-১৭০৮, সুনানে আবু দাউদ- ২৪৪৯]

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানে একাকী ইবাদতসমূহ

এই রাতে একাকী ইবাদত সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। তাই রাতে আমরা যত ইচ্ছা তত, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নামাজ পড়তে পারি, কুরআন কারিম তেলাওয়াতসহ বিভিন্ন সহিহ জিকির-আজকার, ইস্তেগফার, তাসবিহ-তাহলিলে মশগুল থাকতে পারি এবং পরের দিন তথা ১৫ তারিখ দিনে 'আইয়্যামে বিজ'-এর রোজা রাখতে পারি।

এই রাত উপলক্ষে কবর জিয়ারত

হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, "এক রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি হারিয়ে ফেললাম। আমি তাঁর খোঁজে বের হলাম। জান্নাতুল বাকিতে (সৌদি আরবের মদিনায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ কবরস্থান) তাঁকে পেলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কি ভয় করছো যে, মহান আল্লাহ তাঁর রাসুলের ওপর অত্যাচার করেছেন?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি ধারণা করেছি যে, আপনি অন্য কোনো স্ত্রীর কাছে এসেছেন।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা শা'বানের চৌদ্দ তারিখ দিবাগত রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বনু কালব গোত্রের বকরি-লোমের সংখ্যার চেয়ে বেশি মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন।" [তিরমিজি- ৭৩৯; ইবনে মাজাহ- ১৩৮৯]

অনেকেই রাতে দলবেঁধে কবর জিয়ারত করেন। কিন্তু কোথাও এর ফজিলত সংক্রান্ত বর্ণনা নেই। এমনিতে যেকোনো সময় এবং শবে বরাতে শরিয়তসিদ্ধ পন্থায় কবর জিয়ারত করতে পারি আমরা। কিন্তু শবে বরাতের বিশেষ আমল হিসেবে জিয়ারত করা সম্পূর্ণ অবৈধ।

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান কেন্দ্রিক বর্জনীয় কাজসমূহ

এ রাতকে শবে কদরের মতো বা তার চেয়েও বেশি ফজিলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা। বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোনোটিই কাম্য নয়। যতটুকু ফজিলত প্রমাণিত ততটুকুই গুরুত্ব দেয়া উচিত। বর্জনীয়- এ রাতের নিকৃষ্টতম বিদয়াতগুলোর মধ্যে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত- ঘরবাড়ি, দোকানপাটে আলোকসজ্জা করা। খেলাধুলা ও আতশবাজির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া। প্রচুর টাকা ব্যয় করে মসজিদে রঙ-বেরঙের বাতি জ্বালানো। এগুলো সওয়াব পাওয়ার বিষয় নয়; বরং অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-হাদিসে অপচয় করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আরেকটি বিদয়াতের কুপ্রভাব শহর-বন্দর থেকে নিয়ে গ্রামের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তা হলো- হালুয়া রুটির অপসংস্কৃতি। সাধারণ মানুষের স্বভাবের সাথে এই অপসংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। তারা মনে করেন, হালুয়া রুটি সামগ্রী পাকানো শবেবরাতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফলে সারা দিন হালুয়া

রুটি বানিয়ে পেটপুরে খেয়ে দিনশেষে ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দেয় আর পুরো রাতটি ঘুমের ঘোরে কাটিয়ে শবেবরাতের রহমত আর বরকত থেকে তারা মাহরুমই থেকে যায়। আসুন বিদয়াত ও ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভের আশায় এ রাতে প্রশান্তচিত্তে ইবাদত করি। নিজেও কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকি, অন্যকেউ মুক্ত রাখার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন, আমিন।

©